7

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... NOV. 03 1999
পৃঃ ৭ কলাম ২

সংসদে দু'টি পৃথক প্রশ্নের উত্তরে শেখ হাসিনা

সরকার কূটরাজনীতির স্বার্থে সমস্যা জিইয়ে রাখে না

মাদ্রাসা শিক্ষা জাতীয় শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ

সংসদ রিপোর্টার ঃ সংসদ নেতা ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, বিশ্ব অঙ্গনে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, বর্তমান সরকার মানুষের কোন সমস্যা কূটরাজনীতির স্বার্থে জিইয়ে রাখে না, বরং তা সম্ভাব্য দ্রুততম সময়ে সমাধান করে। তিনি বলেন, মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তিনি গতকাল (মঙ্গলবার) জাতীয় সংসদের বৈঠকে দু'জন সদস্যের দু'টি পৃথক লিখিত প্রশ্নের উত্তরে একথা বলেছেন। তিনি সংসদের অধিবেশন চলাকালে প্রতি মঙ্গলবার সরাসরি সদস্যদের এই ধরনের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে থাকেন। গতকালও তাকে ছয়টি লিখিত প্রশ্ন ও বেশ কিছু সম্পূরক মৌখিক প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়েছে।

বরগুনা-২ আসন থেকে নির্বাচিত জনাব গোলাম সরোয়ারের (হিরু) এক লিখিত প্রশ্নের প্রউত্তরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, এদেশে মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়নের জন্য জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার মাদ্রাসা বোর্ড প্রতিষ্ঠা করে এবং ইসলামী ফাউন্ডেশন গঠন করে। তিনি বলেন, দেশের এবতেদায়ী মাদ্রাসাগুলোকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করার পরিকল্পনা সরকারের আছে। মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ইতিমধ্যেই সরকার এবতেদায়ী মাদ্রাসাগুলোকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে অধ্যাদেশের মাধ্যমে প্রাথমিক স্তরের সমমান প্রদান করেছে। এই লক্ষ্যে স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসাগুলোকে ১৯৯৯ সাল থেকে নতুন পাঠ্য পুস্তক দেয়া হয়েছে। প্রয়োজনীয় যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকগণকে মাসিক পাঁচশ' টাকা হারে সরকারী অনুদান প্রদান করা হচ্ছে। তাছাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ন্যায়

৭-এর পৃঃ ৪-এর কঃ দেখুন

সরকার কূটরাজনীতির স্বার্থে সমস্যা জিইয়ে রাখে না

মাদ্রাসা শিক্ষা জাতীয় শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসায় বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণের বিষয়টি সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে। তিনি বলেন, বর্তমানে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাসহ দেশের সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে আধুনিকায়নের লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষানীতির আওতায় ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। শিক্ষানীতি চূড়ান্তভাবে গৃহীত হওয়ার পর এর আলোকে এবতেদায়ী মাদ্রাসাগুলোকে আরও আধুনিক ও যুগোপযোগী করার কাজ শুরু করা হবে। কুমিল্লা-১০ আসন থেকে নির্বাচিত জনাব মোহাম্মদ তাজুল ইসলামের এক লিখিত

প্রশ্নের উত্তরের এক পর্যায়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, আমরা দায়িত্ব গ্রহণের ছয় মাসের মধ্যে ভারতের সঙ্গে ৩০ বছর মেয়াদী গঙ্গার পানি বন্টন চুক্তি সম্পাদন করেছি। বিশ্ব অঙ্গনে এটি প্রমাণিত হয়েছে যে, সরকার জনমানুষের কোন সমস্যা কূট রাজনীতির স্বার্থে জিইয়ে রাখে না; বরং তা সম্ভাব্য দ্রুততম সময়ে সমাধান করে। তিনি বলেন, পানি বন্টন চুক্তিও সারাবিশ্বে অভিনন্দিত হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধানে পার্বত্য শান্তিচুক্তি সম্পাদন এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি ও স্থিতিশীলতা পুনঃস্থাপন করা হয়েছে। বিশ্বব্যাপী এই শান্তিচুক্তি কেবল অভিনন্দিতই হয়নি, বরং এর ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে বিদেশী বিনিয়োগের পথ সুগম হয়েছে।

তিনি বলেন, ভারত ও পাকিস্তান পারমাণবিক বিস্ফোরণের পর আমরা এই অঞ্চলের অশান্ত পরিস্থিতি প্রশমনের উদ্যোগ নিয়েছিলাম। বাংলাদেশের উদ্যোগে ঢাকাতেই প্রথম বাংলাদেশ-ভারত-পাকিস্তান ত্রিপাক্ষিক বাণিজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপমহাদেশের উত্তেজনা প্রশমনে এই সম্মেলন ভূমিকা রেখেছে। দীর্ঘদিন পঞ্চান্ন হাজার রোহিঙ্গা শরণার্থীর প্রত্যাবাসন বন্ধ ছিল। মানবিক কারণে আমরা শরণার্থীদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলাম। কিন্তু মায়ানমারের সাথে আলোচনার মাধ্যমে শরণার্থী প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া পুনুর্রায় শুরু হয়। মালয়েশিয়ায় কর্মরত দেড় লাখ বাঙালী যখন অসাধু জনশক্তি ব্যবসায়ীর কবলে পড়ে অবৈধ হয়ে জেলে যায় বা পালিয়ে বেড়ায়, তখন এই সরকার মালয়েশিয়া সরকারের সাথে সফল কূটনীতির মাধ্যমে সবাইকে বৈধভাবে কাজ করার সুযোগ করে দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বাকি প্রশ্নগুলোর বিষয়বস্তুর মধ্যে ছিল এসোসিয়েশন অব এশিয়ান পার্লামেন্টস ফর পিস গঠন, নেপালে অনুষ্ঠিত বিগত সাফ গেমসে বাংলাদেশ ফুটবল দলের প্রথমবারে মত সোনা জয়, বর্তমান সরকারের আমলে ক্রীড়া ক্ষেত্রে অর্জিত সফলতা, দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে সরকারের গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচীর বিস্তারিত বিবরণ প্রসঙ্গ।

একটি সম্পূরক প্রশ্নের উত্তরে শেখ হাসিনা বলেন, বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের রায় ঘোষিত হয়েছে। যেহেতু সাধারণ আইনেই বিচার ও রায় ঘোষিত হয়েছে, তাই বিচারের স্বাভাবিক নিয়মের রায়ও কার্যকর হবে। অপর এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট মিঃ বিল ক্লিনটন আগামী বছরের প্রথমার্ধে বাংলাদেশ সফরে আসবেন বলে আশা করা যায়।